লিপি
শিলিগুড়ি,সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭
Siliguri•Monday•July 31, 2017
Arthik Lipi, Page 3

পুজোর আর দু'মাসও বাকি নেই। তার আগে কুমোরটুলিতে প্রতিমা গড়ার ব্যস্ততা।

সব ভোটেই বিজেপিকে জেতাতে হবে, কর্মীদের বার্তা দিলীপের

স্টাফ রিপোর্টার: পরের বছরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। কর্মীদের উদ্দেশে দিলীপ ঘোষের বার্তা অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'ভারতে যে উন্নয়নের ধারা চলছে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করতে হলে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা ভোট সব জায়গাতেই বিজেপিকে জয়ী করতে হবে।' রবিবার সোদপুরে বিজেপির প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি কর্মীদের উদ্দেশে এমনই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি আমরা বিস্তারক কর্মসূচি অভিযান করেছি। ৪৫ হাজার বুথে পৌঁছেছি। নানা বর্গের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছি।' আপাত বিজেপির লক্ষ্য যে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেকথাও বোঝালেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'প্রায় প্রতিটি পঞ্চায়েতেই দুর্নীতি চলছে। সেই দুর্নীতি উপড়ে ফেলতে হবে। এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চায়েত ঘেরাও করতে হবে। তবেই আরও মানুষ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হবে।' দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের যে স্বপ্ন তার উপর ভর করে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি এগোচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দিলীপ ঘোষের। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য বিহারে এখন এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নীতীশ কুমার একসময় এনডিএ ছেড়ে চলে গিয়ে লালুর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করা যাবে না। তাই তিনি এনডিএ-তে চলে এসেছেন। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জেতার পর পশ্চিমবঙ্গে একটা পরিবর্তন এসেছিল দলের মধ্যে। বিহারে এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার দল আরও গতি পেয়েছে।'

দলের প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকে দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিন্‌হা সহ অন্যান্যরা।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এ রাজ্যে ক্রস ভোটিং পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচক বলেই মত বিজেপির রাজ্য সভাপতির। তাঁর বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এ রাজ্য থেকে নির্ধারিত ভোটের থেকেও বেশি ভোট পেয়েছেন এনডিএ প্রার্থী। রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের প্রতি অনাস্থা দেখিয়েই সদস্যরা রামনাথ কোবিন্দের সমর্থনে ভোট দিয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও অনেক বেশি ভোট পাবে এনডিএ প্রার্থী। এটাই রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচক হয়ে দেখা দিয়েছে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে প্রশাসন বলে কিছু নেই। শাসকদল নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছে। বিজেপি কর্মীদের উপরেও আক্রমণ চলছে।' বিজেপির উপর আক্রমণ হলে সেক্ষেত্রে কর্মীদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার বার্তাও দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ।

শোভাবাজারে উদ্ধার ব্যবসায়ীর মৃতদেহ, আমহার্স্ট স্ট্রিটে অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার: সাতসকালেই কলকাতার দুই জায়গায় উদ্ধার মৃতদেহ। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ শোভাবাজারে এক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। মৃতের নাম কৃষ্ণ পাল বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকালেই আবার আমহার্স্ট স্ট্রিটে অগ্নিদগ্ধ এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম শুভ্রা চক্রবর্তী।

এদিন সকালে শোভাবাজারের হরি বোস লেনের ফুটপাতে এক ব্যক্তির দেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই মৃতের বাড়ি মধ্যমগ্রামে। তিনি ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন।

ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। ময়নাতদন্তের জন্য ওই ব্যক্তির দেহ আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে এদিন সকালে আমহার্স্ট স্ট্রিটে বছর ৬৫'র এক বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। রঘুনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে একটি ওষুধের দোকানের সামনে থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। মৃতদেহের পাশে একটি লাইটারও মেলে। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার ছেলে হৃদরোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মানসিক রোগেও তাঁর ছেলে ভুগছিলেন বলে জানা যায়। অবসাদে ভুগেই ওই বৃদ্ধা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ছেলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই শুভ্রাদেবী অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন। শনিবার রাতে হাসপাতাল থেকে শুভ্রাদেবীকে ফোন করে মেয়ে জানায়, ভাইয়ের অবস্থা ভাল নয়। তারপরেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন বলে অনুমান।

২১ নং গোপাল বোস লেনেই ছেলেকে নিয়ে বাস করতেন শুভ্রা চক্রবর্তী। কিন্তু ছেলের অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। তাই নিজের বাড়ি থেকে কেরোসিনের বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ি থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেকের দূরত্বে থাকা একটি ওষুধের দোকানের সামনে গায়ে আগুন লাগান। ছেলে যে লাইটারে সিগরেট খেতেন সেই লাইটার দিয়েই গায়ে আগুন লাগান ওই বৃদ্ধা। দেহের পাশেই পড়ে ছিল লাইটার ও চপ্পল। তাই দেখেই শুভ্রা চক্রবর্তীকে সনাক্ত করেন মেয়ে।

আলাদা কাউন্সিল গড়ার দাবি অপটোমেট্রিস্টদের

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি দেবাশিস কর জানালেন, আমাদের রাজ্যে ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর কোর্স, মাস্টার ডিগ্রিধারী মিলিয়ে ১১ হাজার অপটোমেট্রিস্ট আছেন। এঁরা নানা জায়গায় বসেন। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি হল, আমাদের স্বাধীন কাউন্সিল গঠনের। এটি গঠন হলে আমাদের কাজে পরিধি আরও নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এই ফোরামের সম্পাদক সৌগত চট্টোপাধ্যায় বলেন, নিজস্ব কাউন্সিল আমাদের থাকলে আমরা মানুষকে আরও ভাল চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারব। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আগামী ১৩ আগস্ট নজরুল মঞ্চে একটা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষে কালীদাস দে, দেবাশিস মণ্ডলরা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মতলায় জোরকদমে চলছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ।

কলকাতায় ভূতুড়ে বাড়ি আজও আলোচনার খোরাক

অর্পিতা লাহিড়ী

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাবেলা। বাইরে অবিরাম বর্ষণ। ঘরের মধ্যে হাল্কা আলোয় মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে চলছে মৌখিক আড্ডা। বেশ একটা গা ছমছমের ভাব নিয়ে ঢুকে পড়া গেল এরকমই এক আড্ডাতে। আলোচ্য বিষয় ভূতেদের বাসস্থানের অভাব। যেভাবে তিলোত্তমা কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছে বহুতল কালচার। তাতে ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ, বট, অশ্বত্থ, আঁশ শ্যাওড়া, বেল গাছ সবই প্রায় ধ্বংসের পথে। মামদো ভূতের প্রিয় আবাস ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। ব্রহ্মদত্যি থাকতে ভালবাসে বেলগাছে। ব্রাহ্মণ পুরুষ মারা যাওয়ার পর ব্রহ্মদত্যি হন। পায়ে খরম, তাল গাছের মতো লম্বা, গলায় পৈতে এহেন ব্রহ্মদত্যি থাকার জায়গা নেই। পেত্নী, শাঁখচুন্নি থাকতে ভালবাসে আঁশ শ্যাওড়া গাছে।

যেভাবে চারদিকে গজিয়ে উঠছে বহুতল বাড়ি তাতে আশ্রয়হীন হচ্ছেন তেনারা। ভৌতিক আড্ডাতেও উঠে এল সেই প্রসঙ্গ। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বা সমসাময়িক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ভূতের গল্প লিখে ছোট-বড় সকলেরই মন জয় করেছেন।

বাসস্থানের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে জানা গেল কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়ির সন্ধান। যেখানে এক সময় তেনারা মনের সুখে বসবাস করতেন। তবে এখন কিছুটা হলেও ওইসব জায়গা থেকেও কিছুটা ব্যাকফুটে। আসুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেইসব বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত ভূতুড়ে বাড়িগুলি।

মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিং :- ব্রিটিশদের হাতে তৈরি এই বাড়িতে নাকি একসময় দেখা মিলত অশরীরি আত্মা। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি জীবন শুরু এবং চাকরি জীবন শেষ করা অনেক প্রবীণরাই বলেন ব্রিটিশদের বহু অত্যাচারের সাক্ষী এই ঐতিহাসিক বাড়িটি। তাই গভীর রাতে নাকি আজও কান পাতলে তেনাদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়।

হেস্টিংস হাউস : এই বাড়িতে বসবাস করতেন স্বয়ং লর্ড ওয়ারেন্ট হেস্টিংস। শোনা যায় ২১ শতকে পা দিয়েও এখনও পুরনো

বাড়ির মায়া ছাড়তে পারেননি হেস্টিংস সাহেব। প্রায় রাতেই নাকি জুড়ি গাড়ি চড়ে নিজের পুরনো বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। হেস্টিংস হাউসে বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের একটি কলেজ চলে। ওই কলেজের ছাত্রীদেরও অভিজ্ঞতা হয়েছে অতি প্রাকৃত কিছু।

রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন : শহর কলকাতার অন্যতম কুখ্যাত ভূতুড়ে জায়গা বলে খ্যাত রবীন্দ্রসরোবর মেট্রো স্টেশন। সব থেকে বেশি মেট্রোতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে এই স্টেশনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, শেষ দমদমগামী মেট্রোতে এমন কাউকে দেখা যায় যারা এই পৃথিবীর বাসিন্দা নন।

সাউথ পার্কস্ট্রিট সিমেট্রি : ১৭৬৭ সালে সাউথ পার্কস্ট্রিট সিমেট্রি তৈরি হয়েছিল। মূলত ব্রিটিশ সৈনিকদের এখানে কবর দেওয়া হত। অতি বড় সাহসীর মধ্যরাতে এই সিমেট্রি পাশ দিয়ে যেতে গেলে বুক কেঁপে যায়। এছাড়াও ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতার হাইকোর্ট, গার্স্টিন প্লেসে পুরনো রেডিও স্টেশনে নাকি ভূতের দেখা মিলত।

ভূত আছে কি নেই তা নিয়ে এই ইন্টারনেট সর্বস্ব যুগে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠতে পারে। তবুও হয়তো আমরা ভয় পেতে ভালবাসি। মনের কোণে কোনও রহস্যময় অজ্ঞাত বাসনা থেকেই জন্ম নেয় ভয়। যেখান থেকে আজও চলে আসছে এই ধরনের ভৌতিক বা আদি ভৌতিক বিষয় নিয়ে শহর কলকাতায় তার চর্চা।

বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে এল ডিএসপি

স্টাফ রিপোর্টার: বামফ্রন্ট ছাড়ল ডিএসপি। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বামফ্রন্টে থাকার পর ফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল ডিএসপি। রবিবার রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয় ফ্রন্টের এই শরিক দল। বামফ্রন্টে স্বাধীনভাবে কাজ করা যাচ্ছিল না। মূলত এই অভিযোগ তুলেই বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় ডিএসপির রাজ্য নেতৃত্ব। এদিনই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি দিয়ে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি ডিএসপি নেতৃত্বের। বামফ্রন্টে সিপিএমের দাপট নিয়েও অভিযোগ রয়েছে ডিএসপির। ডিএসপির মুখপাত্র নজরুল ইসলামের বক্তব্য, 'সিপিএমের কথা মতো চলে বামফ্রন্ট। ছোট শরিকদলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বামফ্রন্টে সিপিএমের 'দাদাগিরি' নিয়ে ছোট ছোট শরিক দলের অসন্তোষ নতুন নয়। বিশেষ করে বামেরা যখন ক্ষমতায় ছিল সেই সময় সিপিএমের 'দাদাগিরি' নিয়ে অভিযোগ শোনা যেত শরিকদের থেকে। যদিও সেইভাবে ভাঙন দেখা যায়নি। রাজ্যের শাসনক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর অবশ্য সিপিএম বারবারই বাম ঐক্যের কথা বলেছে। যদিও ডিএসপির অভিযোগ, ছোট শরিকদলগুলি গুরুত্ব পায় না। বামফ্রন্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গেও ডিএসপি সহমত নয় বলে জানা গিয়েছে। তাদের দাবি, মাঝে মাঝেই হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বামফ্রন্টে। এমনকী রাজ্যসভার ভোটে প্রার্থী নিয়ে সিপিএম দ্বিচারিতা করেছে বলেও অভিযোগ ডিএসপির। এই সব কারণেই বামফ্রন্ট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএসপি। রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে যখন বাম ঐক্যের উপর জোর দিচ্ছেন সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসুরা সেই সময় ডিএসপির এদিনের সিদ্ধান্ত সিপিএমের কাছে বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।